



বিকশিত নারী আমি, আমার কিশোর ভয়!



বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা : প্রত্যয়ী নারীদের মঞ্চ

গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের দল গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আত্মিক বিকাশ সাধন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা ২০২২ সালে যাত্রা শুরু করেছে। সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন হিসেবে বর্তমানে কালীগঞ্জ উপজেলার নিয়ামতপুর ও রায়গ্রাম ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত ১৬টি নারী দলের আওতায় চার শতাধিক সদস্য আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মঞ্চে উজ্জীবিত হয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে।



কালীগঞ্জ উপজেলার নারীদের এই সমন্বিত মঞ্চ বা নারী ফেডারেশন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন হান্সার ফ্রি ওয়ার্ল্ড ও বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় আত্মমর্যাদায় ও অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত নারী হয়ে ওঠার জন্য নিবেদিত রয়েছে। ভবিষ্যতে সমগ্র কালীগঞ্জ উপজেলাতেই নারীরা যাতে নিজেরা ছোট ছোট দল গঠন করে ‘খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন’ সাধন করতে পারে সে লক্ষ্যে বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা কাজ করছে।



সাংগঠনিক ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

১. স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের সংঘবদ্ধ করা।
২. নারীরা সংগঠিত হওয়ার ফলে তাদের সমস্যাগুলো এবং তা সমাধানে করণীয়সমূহ নিজেরাই চিহ্নিত করতে পারবে ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

১. অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকাশে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
২. সংগঠনের আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

তথ্যগত ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ অবসানের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা, প্রচলিত আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান তথ্য নারীরা যাতে সহজেই পায় এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

এর উদ্দেশ্য হলো :

১. নারীর বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডভোকেসী করা
২. বিদ্যমান সেবা সুবিধাগুলো নারীর জন্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:

পারিবারিক পর্যায়ে থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সহায়ক এডভোকেসী কর্মসূচী গ্রহণ।



লক্ষ্য

নারীর প্রতি সকল ধরনের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান, নারীর আত্মশক্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নারীদের স্বতন্ত্র একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কালীগঞ্জ নারী ফেডারেশন কাজ করবে।

উদ্দেশ্য

- পরিবার ও এলাকার মানুষের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।
- নারীর প্রতি প্রচলিত পশ্চাত্পদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতার পরিবর্তন।
- নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- নারীর ক্ষমতায়ন সহায়ক পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনের সাথে সহভাগিতা।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া



কর্মএলাকার গ্রামগুলোতে ১০ থেকে ৩০জন নারী সংগঠিত হয়ে সেলফ-হেল্প নারী সমিতি গড়ে তোলা।



সভা পরিচালনা, সঞ্চয় জমা, সঞ্চয় টাকা দিয়ে নিজেদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, নিজেরা তথ্য/হিসাব সংরক্ষণ ও গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেরা বিকশিত এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া।



উমেন এন্ডিং হাজার সমিতি কর্তৃক ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুঘটক/সহায়কের ভূমিকা পালন।



সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন।



সরকারি-বেসরকারি সেবা সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় ও সহভাগিতায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন।





সংগঠনের কর্মকৌশল :



আত্মশক্তি বিকাশে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করা যাতে নিজেরাই সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ্য অর্জন করে।



আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ।



বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি সেবা সুবিধাগুলোর সুব্যবহার।



স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার।



স্থানীয় পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ।



নারীদল গঠন।



নারীদের অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন : আত্মোপলব্ধির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থা ভুক্ত নারীদলসমূহ প্রতিবছর নিজেদের কাজ ও অগত্যাতি বিশেষণ করে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে। ইংরেজী শব্দ পার্টিসিপেশন, এমপাওয়ারমেন্ট এবং সাসটেনিবিলিটি বা বাংলায় অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন এবং স্থায়িত্ব অর্থাৎ পিইএস এই তিনটি মূলনীতির আলোকে স্থানীয় গবেষকদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে এই অংশ-গ্রহণমূলক পদ্ধতি পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, (১) আমরা কী দেখতে পাচ্ছি (২) যা দেখছি তার কারণ কী (৩) বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? সংগঠনের সকল স্তরে জড়িত সদস্যরা মূলতঃ ৫টি সূচকের মাধ্যমে নীচের ছক অনুযায়ী নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে থাকে।

মূল্যায়নের সূচক	কী দেখতে পাচ্ছি	যা দেখছি তার কারণ কী	উত্তরণের উপায় কী?
সদস্যদের সক্রিয়তা			
সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা			
অর্থ-সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা			
নেতৃত্বের সক্ষমতা			
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব			

এই পদ্ধতি অনুযায়ী মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় বিগত বছরে বিকশিত নারী ও শিশু কল্যাণ সংস্থার সদস্যদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে ৩০%, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে ৩০%, আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ২০%, সদস্যদের সক্রিয়তা বেড়েছে ২০%। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নারীদের যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।



সুদিনের পথে বেবি আজ্ঞার ডলি



কালীগঞ্জ উপজেলার এক নীরব সংগ্রামী নারী বেবি আজ্ঞার ডলি। তার জীবনের গল্পটা শুরু হয় অভাব, অনিশ্চয়তা আর প্রতিদিনের টিকে থাকার লড়াই দিয়ে। সংসারে আয় ছিল সীমিত, আর সেই আয়ের মধ্যেই চলতো পরিবারের সব চাহিদা। অনেক সময় এমনও দিন গেছে, যখন সামান্য খরচ মেটানোই হয়ে উঠতো বড় চ্যালেঞ্জ।

ডলির মনে সবসময়ই একটা ইচ্ছা ছিল নিজের কিছু একটা করার। কিন্তু সুযোগ, পুঁজি কিংবা প্রশিক্ষণ- এই দুই এর কোনটাই ছিল না তার হাতে। তাই সেই স্বপ্নগুলো অনেকটা চুপচাপ মনের ভেতরেই আটকে থাকত। তবুও ডলি বিশ্বাস হারাননি। মনে মনে ভাবতেন, যদি একদিন সুযোগ আসে, তাহলে ছোট হলেও একটি উদ্যোগ শুরু করবেন।

সেই সুযোগ আসে যখন তিনি হাস্কার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের সহযোগিতায় কালীগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পান। এই প্রশিক্ষণ ডলির জীবনে যেন নতুন একটি দরজা খুলে দেয়। তিনি বুঝতে পারেন, সঠিক জ্ঞান আর একটু সাহস থাকলে ছোট উদ্যোগও একদিন বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোগ শুরু করার জন্য তাকে কবুতর ক্রয়ের জন্য ১০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়। সেই সামান্য সহায়তাই হয়ে ওঠে ডলির স্বপ্নের প্রথম পুঁজি। সেই টাকা দিয়ে তিনি ২ জোড়া কবুতর কিনে শুরু করেন তার ছোট্ট কবুতর পালন।

শুরুটা ছিল অনেক কষ্টের। প্রতিটি কবুতরকে নিজের সন্তানের মতো যত্ন করতে হতো। কখনো খাবারের চিন্তা, কখনো রোগবালাইয়ের ভয় সবকিছুই ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। তবুও তিনি থামেননি। ধীরে ধীরে নিজের সঞ্চয় থেকে আরও কিছু টাকা যোগ করে তিনি আরও ২ জোড়া কবুতর কিনে তার উদ্যোগকে একটু একটু করে বড় করতে থাকেন।

আজ সেই ছোট উদ্যোগই ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে গেছে একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্পে। বর্তমানে তার কাছে দেশি ও বিদেশি জাতের প্রায় ১১ জোড়া বা ২২টি কবুতর রয়েছে। প্রতিটির মূল্য ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা।

যে নারী একসময় নিজের স্বপ্নকে লুকিয়ে রাখতেন অভাবের ভয়ে, আজ তিনি নিজের পরিশ্রমে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আগের তুলনায় এখন তার সংসার অনেকটাই স্বচ্ছল। তিনি নিয়মিত আয় করছেন, সঞ্চয় করছেন এবং ভবিষ্যতে তার কবুতর প্রকল্পটিকে আরও বড় করার পরিকল্পনা করছেন।

বেবি আজ্ঞার ডলির গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় সাফল্য সবসময় বড় পুঁজি দিয়ে শুরু হয় না। অনেক সময় একটি ছোট সুযোগ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং নিরন্তর পরিশ্রমই পারে একটি জীবনকে নতুন করে গড়ে তুলতে।



সাম্যের গান গাই-

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।

.....

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল তাহে রূপ-রস-সুধা-গন্ধ সুনির্মল ।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান ।
জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শয্য-লক্ষী নারী,
সুখম-লক্ষী নারীওই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী' ।

.....

কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী ।
রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী,
রানীর দরদে ধুইয়া গেছে রাজ্যের যত গ্লানি ।

.....

সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক, নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি!
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা অই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে ।

.....

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীকু উড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, ঐ যত আভরণ!

.....

সেদিন সুদূর নয়-
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর ও জয় ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
রচিত "নারী" কবিতার অংশ বিশেষ

অজ্ঞানের খণ্ডচিত্র



বিকশিত নারী শিশু সংস্থা
বলিদাপাড়া, নলডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, বিনাইদহ।
মোবাইল : ০১৭১৮৮৪৬২৫৯, ০১৭২৭৯৮৯৫২২
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: মোঃ মঞ্জুরুল হাসান (সীমান্ত), গ্রাফিক ডিজাইনার